উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ সেলিম

<u>ফৌজদারী আপীল নং - ৪৫৭২/২০২২</u>

মোঃ মাছুম বিল্লাল
---- আপিল্যান্ট।
বনাম
রাষ্ট্র গং
----- রেসপনডেন্ট।

মিজ্ রেজিনা মাহমুদ সঙ্গে
মিজ্ মর্জিনা রায়হান (মদিনা), এ্যাডভোকেট
----- আপিল্যান্ট পক্ষে।

জনাব এস.এম. ইকবাল বাহার ভূইয়া, এ্যাডভোকেট
----- প্রতিবাদী নং-২-দুদক পক্ষে।

জনাব মঞ্জুরুল আলম সুজন, ডি,এ,জি, সঙ্গে
জনাব তৌহিদুল ইসলাম, এ,এ,জি, এবং
জনাব সৈয়দ আখতারুল ইসলাম, এ,এ,জি,।
--------- সরকার পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৭/০১/২০২৬, ১১/০৩/২০২৬,
২২/০৪/২০২৬ এবং ২৬/০৪/২০২৬ইং।

রায় প্রদানের তারিখঃ ২৭/০৪/২০২৬ইং এবং ২৮/০৪/২০২৬ইং।

এই আপীলটি বিগত ৩১/০৩/২০২২ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক, বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৭/২০১৮ (রমনা মডেল থানা মামলা নং-১৫(১২)২০১৬, তারিখ-০৭/১২/২০১৬ হতে উদ্ভূত) এর রায় ও আদেশ দ্বারা আপীল্যান্টকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে ৫(পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করেন এবং এ অর্থ অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রসিকিউশন পক্ষের স্বাক্ষী নং ১ মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা অফিসার ইনচার্জ রমনা মডেল থানা, ডিএমপি, ঢাকা এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন □, এজাহারনামীয় আসামী মোঃ মাছুম □িল্লাল ২৩/৪/২০১৩ইং তারিখে দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ □ি□রণীতে ৩,৯৪,৮১৪/- টাকার সম্পদ অর্জনের □িষয়টি গোপন করে এ□ং স্থা□র ও অস্থা□র মিলিয়ে ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকার জ্ঞাত আয় □র্হিভূত সম্পদ অর্জন পূর্□ক তা দখলে রেখে এজাহারে বর্ণিত ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

আসামী ২৩/০৪/২০১৩ইং তারিখে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী এবং উক্ত সম্পদ বিবরণীর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে দেখা যায় যে, উক্ত আসামী কর্তৃক অর্জিত সম্পদের তথ্য চিত্র নিম্নরুপঃ

১। ক□লা দলিল নং-৯৪১১ মূলে কুমিল্লা জেলার, খয়রা□াদ মৌজায় ২/১২/২০০৪ তারিখে ৮.৫০ শতাংশ নাল জমি রেজিস্ট্রেশন খরচ সহ ৯০০৯/- টাকায় ক্রয় করেন। □াহা সম্পদ □ি□রণীতে প্রদর্শিত, গোপনকৃত নাই।

২। ক□লা দলিল নং-৫২৩৫ মূলে কুমিল্লা জেলার সিংজারী খোলা মৌজায় ১৭ শতাংশ নাল জমি ৩০/৮/২০০৬ তারিখে রেজিস্ট্রেশন খরচ সহ ২৩,০০০/-টাকায় ক্রয় করেন। □াহা সম্পদ □ি□রণীতে প্রদর্শিত, গোপনকৃত নাই।

৩। রাজউক কর্তৃক সম্পাদিত লীজ দলিল নং-৪৫১৯, তাং ১/৩/২০০৭ মূলে সেক্টর-১১, রোড-৬, প্লট-২৪ এর ৩ কাঠার প্লট রেজিস্ট্রেশন সহ ১১,১৮,৮০০/- টাকায় □রাদ্দ প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তিটি সম্পদ □ি□রণীতে প্রদর্শিত, গোপনকৃত নাই।

৪। রাজউক কর্তৃক □রাদ্দকৃত সেক্টর-১১, রোড নং-৬, প্লট নং-২৪, উত্তরা আ□াসিক এলাকা, উত্তরা, ঢাকায় ৩ কাঠা □িশিষ্ট প্লটের উপর ৪র্থ তলা □িশিষ্ট আ□াসিক ভ□নটি আসামী নির্মাণ করেন। আসামী মাছুম □িল্লাল ২৩/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দাখিলী

সম্পদ □□রণীতে উল্লেখ করেন □, □াড়ী নির্মাণের নকশা গত ১২/৭/২০০৭ ইং তারিখে রাজউক কর্তৃক দেয়া হয় এ□ং সেমতে □াড়ী নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০১৩ ৪র্থ তলা পর্□ন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। □াড়ী নির্মাণের আয়ের উৎস হিসা□-

১। ৪/৪/২০১০ইং তারিখে হাউস □ল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন হতে ৪০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ।

২। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত জাতিসংঘ মিশন থেকে ফেরত ছোট ভাই মোঃ ফারুক আহমেদের নিকট হতে ২০১১-২০১২ কর্র বছরে ৮,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ।

৩। বন্ধু জনাব মিজানুর রহমান সাং- ফ্ল্যাট নং-৫/এ, প্লট নং-২৫/সি খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা এর নিকট হতে ২০১২-২০১৩ কর বছরে ২০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ।

৪। বন্ধু জনাব মোগল ভূইয়া, প্লট নং-৮, রোড নং-৭, সেক্টর-১১, উত্তরা ঢাকা নিকট হতে ২০১২-২০১৩ কর বছরে ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ।

৫। মালামাল ক্রয় বাবদ বাজারে দেনা ও শ্রমিকের মজুরী বাবদ বকেয়া ১২,০০,০০০/- লক্ষ টাকা।

৬। কর বছর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত আয়ের সঞ্চয় ৯,৯৫,৭৬০/- টাকা।

৭। স্বর্নালঙ্কার বিক্রয় বাবদ ১৩,৫০,০০০/- টাকা সহ বর্ণিত মতে মোট তহবিল ১,১২,৪৮,২৮৭/- টাকার দাখিলী সম্পদ বিবরণীতে উল্লেখ করেন।

অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা □ায় জনা□ মোঃ মাছুম □ল্লাল কর্তৃক নির্মিত □াড়ীর নকশা রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নয়। হাউজ □ল্ডিং

কর্পোরেশনে দাখিলী ঋণ আ□েদনে আসামী তার □াড়ীর নকশা ১২/৭/২০০৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। ২৪/২/২০০৯ ইং তারিখ প□র্ন্ত ২য় তলার ছাদ ঢালাই শেষ হয়। হাউজ □িল্ডিং কর্তৃক ৩/৯/২০০৯ইং তারিখে উক্ত □াড়ী নির্মাণের জন্য ৪০,০০,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। অথচ ৫/৭/২০০৯ ইং তারিখের পূর্□ে অর্থাৎ হাউস □িল্ডিং হতে ঋণ গ্রহণের আগেই ২৮,০০,০০০/- টাকা □্যয়ে উক্ত □াড়ীর ২য় তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ শেষ হয়। হাউস □িল্ডিং হতে গৃহীত ঋণের ৪০ লক্ষ টাকা হতে ২৮ লক্ষ টাকা উক্ত □াড়ী নির্মাণে □িনিয়োগ করার কোন সু□োগ ছিলো না।

দাখিলকৃত সম্পদ □ি□রণীতে আসামী তার □াড়ী নির্মাণ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ শেষ করেন মর্মে উল্লেখ করেন। ০৭/০৭/২০১৩ তারিখে গনপূর্ত □িভাগের নিরপেক্ষ প্রকৌশলীদের পরিমাপে উক্ত □াড়ীর ৪র্থ তলা প□র্ন্ত নির্মাণ শেষ হয় ২০০৯-১০ সালের মধ্যে। মঞ্জুরীকৃত ঋণের ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে (৪০,০০,০০০ - ২৮,০০,০০০) = ১২,০০,০০০/- টাকা উক্ত □াড়ীতে বিনিয়োগকৃত।

ছোট ভাই মোঃ ফারুকের নিকট হতে গৃহীত ঋণ রেকর্ড ভিত্তিক সমর্থিত নয়। □ন্ধু মিজানুর রহমান ২৩/০৪/২০১৩ হতে ৯/৫/২০১৩ তারিখের মধ্যে ৩টি চেকের মাধ্যমে ২০,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করে মর্মে দেখা □ায়। জনা□ মাছুম □িল্লালের □াড়ী নির্মাণ শেষ হয় ২০১০ সালে। □াড়ী নির্মাণের পরে চেক পাওয়াতে উক্ত চেকের টাকা □াড়ী নির্মাণে □্যয় করার কোন সু□োগ নেই। তদোপরি আসামী ও মোঃ মিজানুর রহমানের আয়কর নথিতে উক্ত ঋণের □িষয়টি উল্লেখ নেই। সুতরাং উক্ত ২০,০০,০০০/- টাকা ঋণের □িষয়টি গ্রহণ □োগ্য নয়। □ন্ধু মোগল ভূইয়ার নিকট হতে নগদে ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহনের

কোন দালিলিক প্রমানাদি নেই এ□ং উভয়ের আয়কর নথিতেও □িষয়টি প্রদর্শিত নেই।

□াকীতে মালামাল ক্রয় ও মজুরী বকেয়া □া□দ ১২,০০,০০০/- টাকা এবং পারি□ারিক সঞ্চয় ৮,৯৮,২৮৭/-টাকা। স্বর্নালঙ্কার □িক্রয় □া□দ ১৩,৫০,০০০/- টাকা প্রভৃতির আয়ের উৎস আসামী মনগড়া ভা□ে প্রদর্শন করেছেন। □াহা আইনতঃ গ্রহণ □োগ্য নয়।

০৭/০৭/২০১৩ ইং তারিখে গনপূর্ত □িভাগের নিরপেক্ষ প্রকৌশলীদের দ্বারা পরিমাপে উক্ত □াড়ীর ৪র্থ তলা প□ন্ত নির্মাণ □্যয় দাড়ায়।

সিভিল ওয়ার্কস ৮৭,৭৯,৮১৪/- টাকা, পানির পাম্পের মূল্য ১২,০০০/- টাকা, মোট ৮৭,৯১,৮১৪/- টাকা।

□াড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে আসামী কর্তৃক গোপনকৃত অর্থ (৮৭,৯১,৮১৪/- - ৮৫,০০,০০০/-) = ২,৯১,৮১৪/- টাকা। মোট □িনিয়োগকৃত ৮৭,৯১,৮১৪/- টাকার মধ্যে □ৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে □াংলাদেশ হাউস □িল্ডিং ফাইনাস কর্পোরেশন হতে ঋণ কেস নং- ২২১৬০০৩৫৫৪৭ মারফৎ গত ১০/৯/২০০৯ হতে ১/৪/২০১০ তারিখের মধ্যে ৫ টি চেকের মাধ্যমে গৃহীত ৪০,০০,০০০/-টাকা ঋণ □া ৩০/৪/২০১৩ তারিখ প□ন্ত অপরিশোধিত ঋণ দায় ৩৪,৯৪,১৪০/-টাকা রয়েছে। অন্যান্য □িনিয়োগের উৎসের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া □ায়নি।

উক্ত □র্ণনা মতে আসামী মাছুম □িল্লালের স্থা□র সম্পদের মধ্যে মোট □িনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ হলো ৯৯,৪২,৬১৪/- টাকা। তিনি দুদকে প্রদর্শন করেন ৯৬,৫০,৮০০/-টাকা। স্থা□র সম্পদে গোপনকৃত □িনিয়োগকৃত অর্থ হল ২,৯১,৮১৪/-টাকা।

আসামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের নামে অর্জিত অস্থা□র সম্পদের চিত্র নিম্নরূপঃ

১। রাজউক কর্মচারী কল্যানট্রাস্টের শেয়ার, □াহা ২৮/৯/০৪ খ্রিঃ তারিখে শেয়ার □রাদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে। পরিমাণ ১০,০০০/-টাকা।

২। রাজউক কর্মচারী □হুমুখী সম□ায় সমিতির শেয়ার □াহা ২৮/৯/০৪ খ্রিঃ তারিখে শেয়ার □রাদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে। পরিমাণ ১০,০০০/-টাকা।

৩। মোটর□ানঃ ঢাকা মেট্রো গ-২৭-২৭২৫ গাড়ীটি নিজ নামে ক্রয়। মূল্য ১৫,৫০,০০০/- টাকা। আসামী তার সম্পদ □□রণীতে □ উৎস দেখিয়েছে তা দুদক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। আস□া□পত্রের মূল্য আসামী দেখিয়েছে ১,০০,০০০/- টাকা কিন্তু গনপূর্ত □ভাগের পরিমাপে পাওয়া গিয়েছে **১,০২,০০০/-** টাকা। এ ক্ষেত্রে গোপনকৃত ১,০২,০০০/-টাকা।

৫। আসামীর ও তার স্ত্রীর নামীয় স্বর্ণালঙ্কার উপহার হিসা□ প্রাপ্ত ছিলো □ষয় আমলে নেওয়া হয় নাই।

৬। আসামীর নিজ নামে মার্কেন্টাইল □্যাংকে ডি□ হিসা□ নং-০১০১৬১২০০৭৮২৪৫৬-৫, ১,৮৯,৭৭৬/- টাকা।

৭। মেট লাইফ, এ্যালিকোতে জী□ন □ীমার প্রিমিয়াম □াদে জমা ১,৬২,৪০০/- টাকা।

৮। জনতা □্যাংক লিঃ-এ ২/৪/১৩ ইং তারিখ প□র্ন্ত ০০৪১৩৪০৪১২০১-এ জমা ৭,৯৬৩/- ।

৯। প্রিমিয়ার □্যাংক লিঃ-এ ৪/৪/২০১৩ ইং প□র্ন্ত ০১২৪১১২১০০০০৭৭৭৫- এ জমা ৮৭৩/- টাকা।

১০। ইষ্টার্ণ □্যাংক এর ১১৪১০১০০২৮৩৫২- এ জমা ৫৪,৪০০/- টাকা।

১১। অগ্রনী □্যাংক এ ৩৪০৫৪৯৮৬- এ জমা ৮,৩০০/- টাকা।

১২। প্রাইম □্যাংক লিঃ এর ১২৫২১০১০০০২৪১৯- এ স্ত্রীর নামে জমা ১০,০০০/- টাকা।

এভা□ে ২৩/৪/১৩ইং পর্□ন্ত মোঃ মাছুম □িল্লালের স্থা□র সম্পদ ৯৯,৪২,৬১৪/- টাকা ও অস্থা□র সম্পদ ২২,০৫,৭১২/- টাকা অর্থাৎ মোট সম্পদ ১,২১,৪৮,৩২৬/- টাকা।

H.B.F.C হতে গৃহীত ঋণের মধ্যে অপরিশোধিত ঋণ □া□দ ৬,৯৪,১৪০/- টাকা, □া □াড়ী নির্মাণে □্য□হৃত হয়েছে। উক্ত ঋণের দায় □াদ দিলে আসামীর নীট সম্পদের পরিমাণ দাড়ায় ১,১৪,৫৪,১৭৬/- টাকা। অর্জিত স্থা□র সম্পদের মধ্যে গোপনকৃত সম্পদ ২,৯১,৮১৪/- টাকা ও অস্থা□র সম্পদের মধ্যে গোপনকৃত সম্পদ ১,০২,০০০/- টাকা। অর্থাৎ মোট গোপনকৃত সম্পদের পরিমাণ ৩,৯৩,৮১৪/- টাকা।

মোঃ মাছুম □িল্লালের আয়কর নথি নং টি আই এন ০৫২-১০৭-৩৮৭০/- সা-২১, কঃ অঃ-২, ঢাকা। উক্ত আয়কর নথিতে ২০০৮-২০০৯ কর বছর হতে ২০১২-১৩ কর বছর পর্□ন্ত নীট আয়ের পরিমাণ ৩,৫৫,৭৬০/- টাকা।

আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ন সম্পদের পরিমাণ হলো (১,২১,৪৮,৩২৬-৩,৫৫,৭৬০) = ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকা। জ্ঞাত □হির্ভূত ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকার সম্পত্তির মধ্যে গোপনকৃত সম্পদের পরিমাণ হলো ৩,৯৩,৮১৪/- টাকা।

আসামী কর্তৃক ২৩/৪/২০১৩ ইং তারিখে দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৩,৯৩,৮১৪/- টাকার সম্পদ অর্জনের □িষয়টি গোপন করেছেন এ□ং স্থা□র ও অস্থা□র মিলিয়ে ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকার জ্ঞাত আয় □র্হিভূত সম্পদ

অর্জন করে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তি□োগ্য অপরাধ করেছেন □িধায় আসামীর □িরুদ্ধে অত্র মামলার রুজু করেন।

মামলাটি রুজু করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত শেষে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) এবং ২৭(২) ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

অতপর মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা গত ১৭/০৯/২০১৮ ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) এবং ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন। অতপর মামলাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞ মহানগর স্পেশাল জজ গত ১৭/০৯/২০১৮ ইং তারিখে অত্র আদালতে বিচার নিস্পত্তির জন্য প্রেরণ করেন।

পরবর্তীতে গত ০৫/১১/২০১৮ ইং তারিখে স্পেশাল জজ, আদালত নং-৬, ঢাকা আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) এবং ২৭(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন।

প্রসিকিউশন আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানের জন্য ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন এবং সাক্ষ্য সমাপ্তি অন্তে আপীল্যান্টকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন এবং সাফাই সাক্ষ্য দিবেন না তবে কিছু কাগজপত্র দাখিল করবেন বলে জানান।

সাক্ষ্যগ্রহন সমাপ্তির পর বিজ্ঞ স্পেশাল বিচারক, স্পেশাল আদালত নং-৬, ঢাকা বিগত ৩১/০৩/২০২২ ইং তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা আপিল্যান্ট মাছুম বিল্লালকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা মতে দোষী

সাব্যস্ত করে ৫(পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করেন এবং এ অর্থ অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

বিজ্ঞ স্পেশাল বিচারক কর্তৃক বিগত ৩১/০৩/২০২২ ইং তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আসামী আপীল্যান্ট সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করেন।

আপীল্যান্টপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মিজ্ রেজিনা মাহমুদ বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ না করে আপিল্যান্টকে দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন যা আইনের দৃষ্টিতে অচল। তিনি আরো বলেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রদর্শনী সমূহ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করে তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, যদিও আপিল্যান্ট যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তার ছোটভাই ফারুক আহমদ এর নিকট হতে গৃহীত ঋণ ৮,০০,০০০/- টাকা যাহা ২০১২-১৩ কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮২বিবি(১) / ৮২(২) এর ৪(চ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১১); আপিলকারীর বন্ধু মিজানুর রহমান হতে গৃহীত ঋণ ২০,০০,০০০/- যা ২০১৩-১৪ কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৯৩/৮৩(২) এর ৪(গ) এবং ৫(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১২ সিরিজ); আপিল্যান্টের বন্ধু মোগল ভূইয়া হতে গৃহীত ঋণ ১০,০০,০০০/- যা ২০১২-১৩

কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮২বিবি(১) / ৮২বিবি(৩)/৮২(২) এর ৪(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে (প্রদঃ-১১ সিরিজ); মালামাল ক্রয় বাবদ ঋণ ১২,০০,০০০/- টাকা যা ২০১২-২০১৩ কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যার মধ্যে ১,৫০,০০০/- টাকা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮২বিবি(১) / ৮২বিবি(৩) /৮২(২) এর ৪(ঙ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১১ সিরিজ)। করবছর ২০১০-২০১১ থেকে ২০১২-২০১৩ এ আসামীর পারিবারিক ব্যক্তিগত সঞ্চয় মোট ৬,২৬,৮৬৫/- টাকা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্নের ৪(ঙ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১১ সিরিজ); স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ ৩,২৪,১১০/- টাকা যা ২০১১-২০১২ কর বর্ষের রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮২বিবি এর ৯(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১১ সিরিজ); রাজউক সমিতি হতে গৃহীত ঋণ ৩,০০,০০০/- টাকা যা ২০১০-২০১১ কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮২বিবি(১) / ৮২বিবি(৩) /৮২(২) এর ৪(ঙ) অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত হয়েছে। (প্রদঃ-১১ সিরিজ); বিজ্ঞ আইনজীবী "৬৬ ডি,এল,আর, (এডি) ২৯৬" এর সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে বলেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বুঝতে ভুল করেছেন যে, সরকারের কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যেমন কর কর্তৃপক্ষ যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন কর বছরে সম্পদ মূল্যায়ন করে থাকেন, তখন সরকারের অন্য

কোন সংস্থার সে মূল্যায়ন সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই বা থাকে না।

দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস.এম. ইকবাল বাহার ভূইয়া নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত প্রসিকিউশন / অভিযোগকারী কর্তৃক উত্থাপিত সাক্ষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্রসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে আইন ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচারিক আদালত আপিল্যান্টকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা প্রদান করেছেন যা বাতিল হওয়ার কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, যদিও আপিল্যান্ট মোট ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা অপ্রদর্শিত আয়ের মধ্যে ৩,৯৩,৮১৪/- টাকার সম্পদ অর্জনের বিষয়টি গোপন করেছেন যার আয়ের উৎস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন তথাপি দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

রাষ্টপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব মঞ্জুরুল আলম সুজন দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস.এম. ইকবাল বাহার ভূইয়া এর বক্তব্য সমর্থন করেন ও অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করার জন্য বিনয়ের সাথে নিবেদন করেন।

প্রসিকিউশনপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানের জন্য মোট ১৫(পনের) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যে সাক্ষী নং-১- মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী (এজাহারকারী) যিনি ঘটনাকালীন সময়ে দুদকে উপ-পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার সাক্ষে বলেন যে, গত ৯/৬/২০১৪ ইং তারিখে দুদকে উপ-পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালে এই

মামলার অভি□োগটি অনুসন্ধানের জন্য তার উপর হাওলা করা হয়। অনুসন্ধানকালে আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পদ □□রণী আসামীর আয়কর নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্□ালোচনা করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা□াদ পূর্□ক তাদের □ক্ত□্য রেকর্ড করেন। অন্যান্য কাগজপত্র পর্□ালোচনা করেন। নিরপেক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা আসামীর □াড়ী পরিমাপ করে উহার প্রতি□েদন পর্□ালোচনা করেন। আসামীর □িরুদ্ধে জ্ঞাত আয় □র্হিভূত সম্পত্তি অর্জন ও সম্পদ গোপনের তথ্য প্রাথমিক ভা□ে প্রমানিত হওয়ায় আসামী মোঃ মাসুম বিল্লালের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশ করে ৩১/৮/২০১৬ ইং তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। দুদকের স্মারক নং দুদক / অনুঃ ও তদন্ত-১/ অনুঃ ১৮৮ / টাকা / ২০১২ / ৪৮০১২, তারিখ ২৮/১১/২০১৬ মূলে মামলা রুজুর অনুমতি প্রাপ্ত হন। (প্রদঃ-১)। পরবর্তীতে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তি□োগ্য অপরাধ করেছেন □িধায় আসামীর □িরুদ্ধে অত্র মামলার রুজু করেন। তিনি আরও বলেন যে, মোঃ মাছুম বিল্লালের আয়কর নথি নং- টি,আই,এন, ০৫২-১০৭-৩৮৭০ সা-২১, কাঃআঃ-২, ঢাকা। উক্ত আয়কর নথিলে ২০০৮-২০০৯ কর বছর হতে ২০১২-২০১৩ কর বছর পর্যন্ত নীট আয়ের পরিমান ৩,৫৫,৭৬০/- টাকা।

আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদের পরিমাণ হলো ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকা। জ্ঞাত আয় বহির্ভূত উক্ত টাকার সম্পত্তির মধ্যে গোপনকৃত সম্পদের পরিমাণ হলো ৩,৯৩,৮১৪/- টাকা। আসামী কর্তৃক ২৩/৪/২০১৩ ইং তারিখে দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৩,৯৩,৮১৪/- টাকার সম্পদ অর্জনের বিষয়টি

গোপন করে এবং স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে দুদক আইন ২০০4 এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা রুজু করা হয়। তিনি তার এজাহার প্রদঃ-২ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ-২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরা কালে এই সাক্ষী □লেন যে□, তিনি সম্পদ বিবরণী অনুসন্ধান করেননি। রাহিলা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি কোথায় কোথায় অনুসন্ধান কার্যক্রম করেন তা বলতে পারেন না।

পি.ডব্লিউ-২- রাহিলা খাতুন, উপ-পরিচালক, দুদক প্রধান কার্যাল, ঢাকা তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, অভি□োগটি স্বারক নং- ২৩৩৭৫ তারিখ ০৬/০৯/২০১২ ইং মূলে তার নামে হাওলা হয়। অতঃপর অভি□োগের সমর্থনে □ভিন্ন দপ্তর হতে তিনি কাগজপত্র সংগ্রহ করেন এ□ং □আরটিএ মীরপুর থেকে কিছু রেকর্ডপত্র জব্দ করে পুনরায় তাদের জিম্মায় প্রদান করেন। ২৮/১১/১২ ইং তারিখের জব্দ তালিকা ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩ এ□ং প্রদর্শনী-৩/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার নামে হাওলাকৃত চিঠি প্রদ-৪, জিম্মানামা ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ-৫ এবং ৫/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

জেরা কালে তিনি □লেন যে□, তিনি শুধু সম্পদের বিবরণ চাওয়ার সুপারিশ করে প্রতিবেদন দিয়েছেন।

পি.ডব্লিউ-৩- মোনায়েম হোসেন, উপ-পরিচালক, দুদক প্রধান দপ্তর, ঢাকা তিনি তার সাক্ষে বলেন যে□, অভি□ুক্ত মাছুম □িল্লাল সার্ভেয়ার রাজউক এর

দাখিলকৃত সম্পদ □□রণী □াচাই এর জন্য নথিটি তার নামে হাওলা হলে নথিটি পূর্□□র্তী অনুসন্ধান কর্মকর্তা রাহিলা খাতুন এর নিকট হতে তার অনুসন্ধানকালীন তথ্য ও জব্দকৃত রেকর্ডপত্র চালান মোতা□েক গ্রহণ করেন। অভি□োগপত্রটি অনুসন্ধানকালে অভি□ুক্ত □্যক্তির □াড়ী নং-২৪, রোড নং-৬, সেক্টর-১১, উত্তরা আ□াসিক এলাকা □াড়ীটি পরীমাপের জন্য গনপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে গত ০৭/০৭/১৩ খ্রীঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগন সরজমিনে □াড়ীটি পরিমাপ গ্রহণ পূর্□ক এর মূল্যায়ন প্রতি□েদন ১৮/০৮/১৩ ইং তারিখে ও ১৪/০৮/১৩ ইং তারিখে ২টি প্রতি□েদন দাখিল করে। প্রতিবেদন দুটিকে তিনি প্রদ-৬, সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এছাড়া □াংলাদেশ হাউস □িল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে তাদের দপ্তরের স্মারক নং ১০৩০, তাং ০২/৯/১৩ খ্রিঃ মূলে ঋণের □র্তমান হিসা□ □□রণী সংগ্রহ করেন। (প্রদর্শনী-৭), অভি□ুক্ত □্যক্তি রাজউক কর্মচারী □হুমুখী সম□ায় সমিতি লিঃ থেকে □ে ১ (এক) লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তার তথ্য সংগ্রহ করেন। (প্রদর্শনী-৮)। তিনি তার অনুসন্ধান কালে সংগৃহীত রেকর্ডপত্র ও পূর্□□র্তী কর্মকর্তার সংগৃহীত ও জব্দকৃত রেকর্ডপত্র পর্□ালোচনা করে অভি□ুক্ত মাছুম □িল্লাল, সার্ভেয়ার এর □িরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২) এর ২৭(২) ধারায় মামলার রুজু করার সুপারিশ করে প্রতি□েদন দাখিল করেন।

জেরা কালে □লেন □ে, তিনি আসামী মাছুম □িল্লালকে নোটিশ দেন কিনা স্মরণ নাই। নকশা অনু□ায়ী প্রতিটি ফ্লোর ১৩৭.০১ মিটার আছে। অর্থাৎ প্রতিটি ফ্লোর ১৪৭৪ □র্গফুট। নকশা □িষয়ে রাজউকের কাউকে জিজ্ঞাসা□াদ করেননি।

প্রতি□দন গুলিতে কোন সালের রেট অনু□ায়ী □া মেনুয়াল অনু□ায়ী প্রস্তুতকৃত তা তার প্রতি□দনে নাই। ঐ ভ□নের ১৫% কাজ এখনও □াকী আছে-সত্য নয়।

পি.ডব্লিউ-৪- ইলিয়াছ আহমদ, নির্বাহী প্রকৌশলী তার সাক্ষ্যে □লেন □, ০৭/০৭/২০১৩ ইং তারিখে আসামী মাছুম □িল্লাল □াড়ী নং-২৪, রোড-৬, সেক্টর-১১ উত্তরায় ৪ তলা □িশিষ্ট ইমারত টি, গণপূর্ত □িভাগের কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত হয়ে পরিমাপ পূর্□ক মূল্য নির্ধারণ করার জন্য তিনি তার অধীনে উপ-□িভাগীয় প্রকৌশলী উত্তরা সা□ ডিভিশন মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতা□েক মাঠ পর্□ায়ে □াড়ীর মালিক মাছুম □িল্লাল দুদকের উপ-পরিচালক মোনায়েম হোসেন এর উপস্থিতিতে মহাখালীর উপ-□িভাগীয় প্রকৌশলী মূল্য নির্ধারণ করে তার নিকট প্রতি□দন দিলে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক পাওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষ □রা□রে প্রেরণ করেন। ১৮/৮/২০১৩ ইং তারিখের স্মারক নং-৫২/২০৮ মূলে প্রতি□দন প্রেরণ করেন। স্মারকে থাকা তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(২)/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আসামী কর্তৃক জেরাকালে এই সাক্ষী □লেন □, সত্য নয় যে, তারা ২৫% এর পরিবর্তে ১৮% কমে মূল্যায়ন করেছেন।

পি.ডব্লিউ-৫- মোয়াজ্জেম হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ৭/৭/১৩ খ্রিঃ তারিখে তিনি মহাখালী ডিভিশনের অধীনে উত্তরা উপ-□িভাগে উপ-□িভাগীয় প্রকৌশলী হিসে□ ছিলেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তার অধীন উপ-সহকারী প্রকৌশলী শাহ আলম কর্তৃক আসামীর □িরোধীয় ইমারত

সরজমিনে পরিমাপ করে একটা প্রতি□েদন তৈরী করা হয় □া তিনি মহাখালী □িভাগের নির্□াহী প্রকৌশলী □রা□রে ১৩/৮/১৩ খ্রীঃ তারিখে প্রেরন করেন।

জেরা কালে এই সাক্ষী স্বীকার করেন যে, অনুমোদিত মাপের অতিরিক্ত প্রায় ৪৬ বর্গমিটার বেশী মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করেন।

পি.ডব্লিউ-৬- মোঃ শাহ আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ৭/৭/২০১৩ তারিখ উত্তরা গণপূর্ত □িভাগে উপ সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন। □াড়ীর মালিক মাছুম □িল্লাল উত্তরা ১১নং সেক্টরের ৬নং রোডের ২৪ নং প্লটের ৪ তলা □াড়ীর পরিমাপের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরিমাপের প্রেক্ষিতে গণপুর্তের সরকারী রেট অনু□ায়ী □াড়ীর মূল্য নির্ধারণ করে ২৮/৭/২০১৩ তারিখে দাখিল করেন। মূল্যায়ন প্রতি□েদনে তিনি ও মোয়াজ্জেম হোসেন স্বাক্ষর করিয়া নির্□াহী প্রকৌশলী □রা□র প্রেরণ করেন।

জেরা কালে এই সাক্ষী □লেন □, তিনি অনুমোদিত মাপের অতিরিক্ত প্রায় ৪৬ □র্গ মিটার □েশী দেখিয়ে মূল্যায়ন প্রতি□েদন দাখিল করেন। তিনি পরে সাজেশন অস্বীকার করে বলেন যে, ২০০৮ সালের রেট অনু□ায়ী মূল্য হয় ৫৪,৬৪,৮৫৩/- কিন্তু দুদকের চাপে ৮৭,৭৯,৮১৪/- টাকা প্রদর্শন করেছেন তা সত্য নয়।

পি.ডব্লিউ-৭- মোঃ নূরুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, দুদক এর চাহিত মতে তিনি ও উপ সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন ক□ীর, □িগত ৭/৭/২০১৩ ইং তারিখে উত্তরাস্থ ১১নং সেক্টর ৬নং রোডের ২৪নং প্লটের □াড়িটির পরিমাপ গ্রহণ করেন। ৫/৮/২০১৩ তারিখ পরিমাপ অন্তে প্রতি□েদন আকারে

নির্□াহী প্রকৌশলী □রা□র দাখিল করেন। মূল্য পাই ২,৫০,০০০/- পর□র্তীতে ঐ প্রতি□েদনের উপর ভিত্তি করে নির্□াহী প্রকৌশলী প্রতি□েদন দুদকে দাখিল করেন।

জেরা কালে এই সাক্ষী □লেন □ে, তিনি বৈদ্যুতিক মালামালের কথা বলেছেন জবানবন্দিতে তবে তালিকা আদালতে দেননি। তিনি আরো বলেন যে তিনি সম্ভবত ২০১১ সালের সিডিউল অনুযায়ী মূল্য নিরুপন করেছেন। ঐ সিডিউলের কপি প্রতিবেদনের সাথে দেননি।

পি.ডব্লিউ-৮- মোঃ কায়কোবাদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৭/৭/২০১৩ তারিখে দুদকের নোটিশের প্রেক্ষিতে উত্তরা ১১নং সেক্টরের ৬নং রোডের ২৪নং প্লট □ার মালিক জনা□ মাসুম □িল্লাহ, ৩ কাঠার প্লটের উপর ৪ তলা □াড়ীর □ৈদ্যুতিক ও □ান্ত্রিক কাজের পরিমাপ গ্রহণের জন্য উপ □িভাগীয় প্রকৌঃ নুরুল ইসলাম, উপ-সহঃ প্রকৌঃ হুমায়ুনকে দুদক টিমের সাথে প্রেরণ করেন। তারা সেদিন বর্ণিত □াড়ী পরিমাপ করে ৫/৮/২০১৩ তারিখে প্রতি□েদন দাখিল করেন। সেই রিপোর্টটি ২৪/৮/২০১৩ তারিখে □াচাই □াছাই করে দুদকে পাঠান। মূল্যমান পাওয়া □ায় ২,৫৫,০০০/- টাকা। তিনি তার প্রতি□েদন প্রদঃ ৬ সিঃ হিসা□ে চিহ্নিত করেন।

পি,ডব্লিউ-৯- মোঃ হুমায়ুন কবীর তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ৭/৭/২০১৩ তারিখে জনা□ মোঃ মাসুম □িল্লাহর ৪ তলা □িশিষ্ট □াসা পরিমাপ করতে যান। তারা □ৈদ্যুতিক ও □ান্ত্রিক মালামাল স্থানীয় □াজার অনু□ায়ী মূল্য নির্ধারণ করেন যার মূল্য ২,৫৫,০০০/- টাকা। এর পর প্রতি□েদন নির্□াহী

প্রকৌশলী □রা□র প্রেরণ করেন। তিনি প্রতিবেদন প্রদঃ ৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পি.ডব্লিউ-১০- চান গোপাল ঘোষ, জি, এম, □াংলাদেশ □াড়ি নির্মাণ অর্থায়ন কর্পোরেশন (Bangladesh House Building Finance Corporation) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঋণ গ্রহিতা মোঃ মাসুম বিল্লাল কেসে বর্ণিত ৩ কাঠা জমি BHFC এ বন্ধক রেখে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি তার প্রদত্ত তথ্য প্রদর্শনী-৭ হিসা□ চিহ্নিত করেন।

পি.ডব্লিউ-১১- রবীন্দ্র নাথ মন্ডল তার জবান্দিতে বলেন যে, ২২/৫/২০১৮ইং তারিখে দুদকের চাহিত মতে তিনি ও অপর একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ৫ নং দফাতে বর্ণিত কাগজাত জব্দ করেন। তিনি তার জব্দকৃত কাগজ প্রদর্শনী-৯ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(১) এবং প্রদর্শনী-৯(১) হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পি,ডব্লিউ-১২- মোঃ মোশারফ হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ২২/৫/২০১৮ইং তারিখে আপিল্যান্টের টিআইএন নম্বর জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকা এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯ এবং ৯/২ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পি,ডব্লিউ-১৩- শাহ আরিফুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৩/১/২০১৩ইং তারিখে দুদকের চাহিত নথী সমূহ দুদক কার্যালয়ে প্রেরণ করেন যা প্রদর্শনী-১১ সিরিজ ও উহাতে তার স্বাক্ষর ১১/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পি,ডব্লিউ-১৪- কাজী রুকাইয়া সুলতানা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২২/৫/২০১৮ইং তারিখে তিনি সহকারী কমিশনার, সার্কেল-৩৪, কর অঞ্চল-২, ঢাকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং সার্কেল-৪১ এর অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। সেদিন দুদক কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন পাটোয়ারী তার কার্যালয়ে যান। ঐ দিন বেলা ১১ঃ০০ ঘটিকায় তার উপস্থাপন মতে জব্দ তালিকা মূলে সাক্ষীদের সম্মুখে মোঃ মাছুম বিল্লাল, টিআইএন নং-৪৯৭৬০২৭১৯৬১৭ নথিটি জব্দ করেন। তিনি জব্দতালিকা প্রদর্শনী-৯ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯/৩ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি কর অঞ্চল-৪১ এর দায়িত্বে ছিলেন। ২০১২-১৩ এর রিটার্নে HBFC তে ঋণ দায় দেখা □ায় ৪২২৭০৭৬/- টাকা, রাজউক সমিতিতে দায় দেখা □ায় ৩,০০,০০০/- টাকা, আত্মীয় হতে ঋণ দেখা □ায় ৪,৯০,০০০/- টাকা, □াঁকিতে মালামাল ক্রয় B/F ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা, ছোট ভাই ফারুক হতে ঋণ ৮,০০,০০০/- টাকা এ□ং কার লোন, ৩,৫৩,০০০/- টাকা, ২০১০-২০১১ কর বছরে প্রিমিয়ার □্যাংক ঋণ দেখা □ায় ১০,৫০,০০০/-টাকা। কর অধ্যাদেশ ৮২ □িধি (১) ধারা মতে ২০১২-১৩ কর □র্ষে ২০৬৮২/-টাকা ট্যাক্স।

পি.ডব্লিউ-১৫ - মোঃ ফরিদ আহমদ পাটোয়ারী, তদন্তকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, দুদক স্মারক নং-দুদক/অনুঃ ও তদন্ত-১/তদন্ত-৩৫/ঢাকা/২০১৬/৩১০৬ তাং ২৫/০১/২০১৭ মূলে এই মামলা তার উপর হাওলা করা হয় এ□ং ২৬/০১/২০১৭ তারিখে তিনি তদন্তভার বুঝে পান। তিনি সে হাওলা পত্র প্রদর্শনী-১৩ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ২২/৫/২০১৮ তারিখ সকাল ১১.০০ টাতে

কর সার্কেল ৩৪ কর অঞ্চল-২ ঢাকা হইতে আসামী মাছুম □িল্লাল এর আয়কর নথী ৪৯৭৬০২৭১৯৬১৭/সার্কেল-৪১ □ৈতনিক কর অঞ্চল-২ নথীটির সকল রেকর্ড পত্র ২০০৯-২০১০ কর□র্ষ হতে ২০১৫-১৬ করবর্ষ প□ন্ত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন এ□ং একই তারিখ ও সময়ে উক্ত রেকর্ড পত্র কাজী রুকাইয়া সুলতানা সহকারী কর কমিশনার কর সার্কেল-৩৪ কর অঞ্চল-২ ঢাকার নিকট জিম্মানামা মূলে জিম্মায় প্রদান করেন। তিনি সেই জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৯ এবং সেই জিম্মানামা প্রদর্শনী-১০ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

তদন্ত শেষে আসামী মাছুম □িল্লাল কর্তৃক অর্জিত স্থা□র সম্পদ ৯৯,৪২,২১৪/- টাকা ও অস্থা□র সম্পদ ২২,০৫,৭১২/- টাকা মোট দাড়ায় ১,২১,৪৮,৩২৬/- টাকা। HBFC হইতে গৃহিত ঋণের মধ্যে অপরিশোধিত ঋণ □া□দ ৬,৯৪,১৪/- টাকা □া আসামীর মালিকানাধীন এজাহারে □র্ণিত □াড়ী নির্মাণে □্য□হৃত হয়েছে। উক্ত ঋণের দায় □াদ দিলে তার নিজ সম্পদের পরিমাণ দাড়ায় ১,১৪,৫৪,১৭৬/- টাকা। অর্জিত স্থা□র সম্পদের মধ্যে গোপনকৃত সম্পদ ২,৯১,৮১৪/- টাকা এবং অস্থা□র সম্পদের মধ্যে গোপনকৃত সম্পদ ১,০২,০০০/- টাকা। মোট গোপন কৃত সম্পদ ৩,৯৩,৮১৪/- টাকা। উক্ত ১,২১,৪৮,৩২৮/- টাকার সম্পদ অর্জনের জন্য আয়ের □িনিয়োগের উৎস হল ৩,৫৫,৭৬০/- টাকা এ□ং অসঙ্গতিপূর্ন সম্পদের পরিমাণ হল ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকা। জ্ঞাত আয় □হির্ভুত এই টাকার সম্পদের মধ্যে গোপনকৃত সম্পদের পরিমাণ ৩,৯৩,৮১৪/- টাকা। আপীল্যান্ট মাছুম □িল্লাল এই টাকার সম্পদ গোপন করে ও ১,১৭,৯২,৫৬৬/- টাকা জ্ঞাত আয় □হির্ভূত সম্পদ অর্জন পূ□র্ক তার দখলে রেখে

দুদক আইন ২০০৪ ২৬(২) ও ২৭(১) ধারাতে শাস্তি□োগ্য অপরাধ করেছেন □িধায় মাছুম □িল্লাল, সার্ভেয়ার (আসামী □রখাস্ত) রাজউক ঢাকার পিতা আঃ সামাদ এর □িরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ করে ১১/৪/২০১৮ তারিখে দুদক □রা□র সাক্ষ্য স্বারক দাখিল করেন। দুদক স্মারক নং-দুদক/অনুঃ ও তদন্ত-১/তদন্ত-৩৫/ঢাকা/২০১৬/১৬১০৫/তাং ১৫/৫/২০১৮ মূলে বর্ণিত আসামীর □িরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের Sanction প্রদান করা হয়। তিনি অনুমোদন পত্র তাং ১৫/৫/২০১৮ প্রদর্শনী-১৪ এবং অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আসামীর □িরুদ্ধে উল্লেখিত অপরাধ সংঘটন করার পরে রমনা মডেল থানা, ডি.এম.পি চার্জশীট নং-৩৫৮, তাং ৪/৬/২০১৮ □িজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন।

জেরা কালে □লেন □ে, তিনি মামলার অনুসন্ধানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি এজাহার পর্যালোচনা করেছেন। এফআইআর এর বর্ণনা ৭ অনু□ায়ী ২০০৪-২০১৩ প□ন্ত এই মামলার ঘটনাকাল। তিনি ২০০৮-০৯ হইতে ২০১২-১৩ প□ন্ত আয়কর নথী প□ালোচনা করেছেন। কাজী রুকাইয়ার নিকট হইতে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৫-১৬ কর □র্ষ প□ন্ত আয়কর নথী জব্দ করেছেন।

তদন্তকালে মাছুম □িল্লাল কে নোটিশ দিয়ে তার বক্তব্য গ্রহণ করেননি। মাছুম □িল্লাল কর্তৃক দাখিলী সম্পদ □ি□রণী প□ালোচনা করেছেন। সম্পদ □ি□রণী ২৩/৪/২০১৩ তারিখে দাখিল করা হয়। তদন্তকালে মাছুম □িল্লালের □াড়ীতে প্লট নং-২৪, রোড-০৬ সেক্টর-১১ তে তিনি যাননি। আসামীর □াড়ী মূল্যমান প্রক্কলন করার জন্য কোন সংস্থাকে অধি□াচন পত্র দেননি। এই মামলার ৩ জন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হয়েছে ত□ে জিজ্ঞাসা□াদের নিয়ম

নেই। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রাজউক সমিতির ঋণ ৩,০০,০০০/- টাকা, আত্মীয় স্বজনের নিকট হতে ৪,৯০,০০০/- টাকা দেখানো আছে। □াকীতে মালামাল ক্রয় ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা, ছোট ভাই ফারুক হতে ঋণ গ্রহণ ৮,০০,০০০/- টাকা ইত্যাদি দেখানো আছে।

২০১২-২০১৩ কর বছরে ২০৬৮২/- টাকা ট্যাক্স দিয়েছেন কিনা তার জানা নেই। পরে দিতে পারেন। মিজানুর হতে ২০,০০,০০০/-টাকা, মোগল ভূইয়া ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ এ□ং স্বর্নালংকার বিক্রয় ১৩,৫০,০০০/-টাকা ও সম্পদ □□রণীতে দেয়া আছে। □াড়ী ও জমিতে ১১,৮৮,০০০/- টাকা দেয়া আছে। ইমারত নির্মাণ □া□দ ৮৫,০০,০০০/- টাকার কথা সম্পদ □□রণীতে □লা আছে। গাড়ী □া□দ ১৫,৫০,০০০/- টাকা দেয়া আছে। আস□া□পত্র □া□দ ১,০২,০০০/- টাকা দেখানো আছে। ১,১২,৪৮,২৮৭/- টাকা দায় দেনা সম্পদ □□রনীতে উল্লেখ করেছেন। □াড়ীর নির্মানণ □্যক্তিগতভা□ে তদারকী করতে ২৫% কম হয়। এটা □িশেষজ্ঞ মতামত অনু□ায়ী নেয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ এ মামলাতে তদন্ত করেনি, আসামী ট্যাক্স ফাইল (২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ কর বছর) প□র্যালোচনা করেছেন। এ মামলার ঘটনাকাল ২০০৪ হইতে ২০১৩ সাল প□র্যন্ত। আসামী ২০১২-১৩ কর বছরে অতিরিক্ত কর দিয়েছেন কিনা তা প□র্যালোচনায় পাননি।

আসামী ২০১২-১৩ কর বছরে কর পরিশোধ করেন □া ২০১৫ তারিখে গৃহিত হয় এটা ছিলো না। এটা তিনি আমলে নেন নি- সঠিক নয়। সি/এস এ অপরিশোধিত ঋণের দায় ২৪,৯৪,১৪০/- টাকা HBFC তে আছে এটা দেখানো আছে। তিনি জ□ান□ন্দিতে অপরিশোধিত ঋণের দায় ৬,৯৪,১২০/- টাকা বলেছেন

এটা মিথ্যা-সত্য নয়। উপহার প্রাপ্ত সম্পদ ১,০২,০০০/-টাকা আসামী বি□রণীতে দেখিয়েছে। এটা গোপন অর্জন হিসা□ দেখানো হয়েছে সত্য নয়। ২০১০-১১ কর বছরে □াড়ীর বি□রণ সহ দেখানো আছে কিনা তদন্তে পান নি। সেখানে □াড়ীর মূল্য ৫৪,৮৮,০০০/- টাকা উল্লেখ আছে সত্য নয়। ২৩/৬/২০১৫ তারিখে আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রতি□েদন দেয় তাতে মূল্য দেখানো হয় ৬৪,৩৩,৮৫৩/- টাকা এটা তার জানা নেই। আসামী ২৩/৪/২০১৩ তারিখ সম্পদ বি□রণী দাখিল করেছিলেন। আর ৭/৭/২০১৩ তারিখে গণপূর্ত □াড়ীর মাপ করে। এর বাইরে কোন মাপজোক তার জানা নেই।

২০১২-১৩ কর□র্ষে স্থা□র ও অস্থা□র সম্পত্তির দায় □া□দ HBFC ৪২,২৭,০৭৬/- টাকা, রাজউক সমিতির ঋণ ৩,০০,০০০/- টাকা, আত্মীয় স্বজন হতে ঋণ ৪,০০,০০০/- টাকা, অন্যান্য □া ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা, ছোট ভাই ফারুক হতে ৮,০০,০০০/- টাকা এ□ং □্যাংকের কার লোন ৩,৫৩,৭১৩/- টাকা, স□র্মোট ৬৮,৯৫,৩১২/- টাকার দায় □াদ না দিয়েই চার্জশিট দিয়েছেন সত্য নয়।

অস্থায়ী সম্পদ হতে উপহার এর মূল্য □াদ না দিয়েই সম্পদ হিসা□ করেছেন সত্য নয়, সম্পদ বি□রণীতে ঋণ, বি□ক্রয় □া□দ ১৩,৫০,০০০/- টাকা এ□ং বি□ভিন্ন সালে সঞ্চয় ৯,৯৮,২৮৭/- টাকা আমলে নেন নি সঠিক নয়। স্বর্ণ বি□ক্রয়ের রশীদ নেই ভ্যাট দিয়েছেন এমন দেখানো নেই, যে□ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে □াওয়া হয় তার Trade License নেই। তার এ □্যাখ্যা সি/এস এ দেননি। পারি□ারিক সঞ্চয় প্রতি বছর অনু□ায়ী চালান সহ দিতে হয় তা দেয়া হয়নি। ২০১১-২০১২ কর বছর দায় দেনা □াদে নিজ সম্পদ ছিলো ২৩,১৩,১১৪/- টাকা এটা তিনি উল্লেখ করেননি।

উপযুক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণ বিশ্লেষণ শেষে বিচারিক আদালত আপিল্যান্ট মাসুম বিল্লালকে প্রসিকিউশন কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন,২০০৪ এর ২৬(২) ধারা মতে আনিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। এছাড়া আপিল্যান্ট তার সম্পদ বিবরণীতে বাড়ি নং-২৪, রোড নং-০৬, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা বাড়ি নির্মাণে প্রদর্শিত নির্মাণ ব্যায় বাবদ যে ৮৫,০০,০০০/- টাকা দেখিয়েছেন তা সঠিক বা আপিল্যান্ট বাড়ি নির্মাণ বাবদ কোন তথ্য গোপন করেননি বলে বিচারিক আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

অতপর আপিল্যান্ট তার অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রদর্শন কালে সম্পদ বিবরণীতে ১,০২,০০০/- টাকা কম প্রদর্শন করেছেন মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী বিচারিক আদালত নাকচ করে দিয়েছেন। এছাড়া বিচারিক আদালত আপিল্যান্ট কর্তৃক ০৪/০৪/২০১০খ্রিঃ তারিখে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হতে ৪০,০০,০০০/- ঋণ গ্রহণ কে বৈধ আয়ের উৎস হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

অতএব এখন আমাদের দেখতে হবে যে,

১। আপীল্যান্ট কর্তৃক তার ছোট ভাই মোঃ ফারুক হতে ২০১১-১২ করবর্ষে ঋণ গ্রহণ ৮,০০,০০০/- টাকা,

২। বন্ধু মিজানুর হতে ঋণ গ্রহণ ২০,০০,০০০/- টাকা,

৩। বন্ধু মোগল ভূইয়া হতে গৃহীত ঋণ ১০,০০,০০০/- টাকা,

৪। মালামাল ক্রয় বাবদ বাজারে দেনা ও মজুরী বাবদ বকেয়া ১২,০০,০০০/- টাকা,

৫। কর বছর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ কর বছরে আয়ের সঞ্চয় ৯,৯৫,৭৬০/- টাকা। (নিম্ন আদালতের রায়ে ভুলবশত ৮,৯৮,২৮৭/- টাকা লেখা হয়েছে),

৬। স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ ১৩,৫০,০০০/- টাকা, ও

৭। রাজউক সমিতি হতে গৃহীত ঋণ ৩,০০,০০০/- টাকা ।

একুনে ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা বৈধ আয় হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছেন কিনা আমাদের তা দেখতে হবে যা নিম্নরুপ আলোচনা করা হল-

(১) ভাই ফারুক আহমদ এর নিকট হইতে গৃহীত ঋণ ৮,০০,০০০/- এর বিপরীতে আপিল্যান্ট ২০১২-১৩ কর বছরে রিটার্নে হিসাব দাখিল করেন যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আয়কর বিভাগ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২ বিধি (১)/৮২ বিধি (২) তে পুনঃউন্মোচন করা হয় এবং ২৫/৬/২০১৫ ইং তারিখে ধারা ৮৩(২) কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করা হয় যাহার ৪নং দফার দায় দেনা পর্যালোচনার (চ) দফায় উক্ত দাবী গ্রহণ করা হয়েছে। (প্রদর্শনী- ১১ সিরিজ এর আওতাধীন)

(২) বন্ধু মিজানুর রহমান হতে গৃহীত ঋণ ২০,০০,০০০/- টাকা এর বিপরীতে ২০১৩-২০১৪ কর বছরে কর নির্ধারণী আদেশের দায় দেনা পর্যালোচনার দায় দেনা কলামের ১১ এর (গ) দফায় দাবীটি গ্রহণ করা হয়। (প্রদর্শনী-১১ সিরিজ এর আওতাধীন)

(৩) বন্ধু মোঘল ভূইয়া হতে গৃহীত ঋণ ১০,০০,০০০/- টাকা যা ২০১২-২০১৩ করবর্ষের রিটার্নে দেখানো হয় এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২ বিধি (১)/৮২ বিধি (২) তে পুনঃউন্মোচন করা হয়। এবং ২৫/৬/২০১৫ ইং তারিখে ধারা ৮৩(২) কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করা হয়। ২০১২ -২০১৩ কর বর্ষে এবং দায় দেনা পর্যালোচনার (গ) দফায় টাকা ৪,৯০,০০০/- দাবী গ্রহণ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫,১০,০০০/- টাকা দাবী বাতিল করা হয়। (প্রদর্শনী- ১১ সিরিজ)

(৪) মালামাল ক্রয় বাবদ বাজারে দেনা ও মজুরী বাবদ বকেয়া টাকা ১২,০০,০০০/- টাকা ২০১২-২০১৩ কর বছরে রিটার্নে দায় হিসেবে দেখানো হয়। পরবর্তিতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২ বিধি (১)/৮২ বিধি (২) তে পুনঃউন্মোচন করা হয়। এবং ২৫/৬/২০১৫ইং তারিখে ধারা ৮৩(২) কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করে ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা দাবীটি গৃহীত হয় এবং ২,০৫,৪৮৭/-টাকার দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। (প্রদর্শনী-১১ সিরিজ এর আওতাধীন)

(৫) আপিল্যান্ট কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে করবছর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ কর বছর পর্যন্ত আয়কর নথি সমূহ

পর্যালোচনা শেষে দেখা যায় আপিল্যান্ট তার নিজস্ব সঞ্চয় ৯,৯৫,৭৬০/- টাকা সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু বিচারিক আদালত কর বছর সমূহে উল্লেখিত পারিবারিক ব্যয় ৬,৪২,০০০/- টাকা বাদ দিয়ে আপিল্যান্ট এর উল্লেখিত করবর্ষে মোট সঞ্চয় দেখিয়েছেন ৩,৫৩,৭৬০/- (নিম্ন আদালতের রায়ে ভুলবশত ৩,৫৫,৭৬০/- টাকা লেখা হয়েছে) যা মোটেও যথাযথ ও আইনানুগ হয়নি। কেননা আয়কর হচ্ছে ব্যক্তি বা কর প্রদাণকারী কোন সত্তার উপরে আরোপিত কর যা আয় বা মুনাফার (করযোগ্য আয়) উপরে নির্ভর করে। আয়কর বিশেষ অর্থ আয়ের উপর কর। সরকারী, বেসরকারী, নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের উপর সাধারনত আয়কর আরোপ করা হয় বিধি সম্মত নিয়মে। এছাড়া আয়কর আইন অনুযায়ী করদাতার সঞ্চয় মূলত অর্জিত আর্থিক আয় থেকে ব্যায় ও পরিবারের ভরণ পোষনের পর উদ্বৃত্ত বা জমা হওয়া অর্থকে বোঝায়। বার্ষিক আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় এই সঞ্চয়টি সম্পদ ও দায় বিবরণীর (বিবরণী-৩) মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। এটি করদাতার পূর্ববর্তী ও বর্তমান বছরের মূল বা নিট সম্পদের পরিমাপ নির্ধারণে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। (প্রদর্শনী-১১ সিরিজ এর আওতাধীন) অতএব, আপিল্যান্ট কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ ও ২০১২-

২০১৩ কর বছরে অর্জিত সঞ্চয় ৯,৯৫,৭৬০/- টাকার দাবী সঠিক ও যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়।

(৬) প্রদর্শনী ১১ সিরিজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ ১৩,৫০,০০০/- এর বিপরীতে ২০১১-২০১২ কর বছরে সার্বজনীন স্বনির্ধারনী রিটার্নের ৯ নং দফায় ব্যবসা বহিঃভূত অর্থ সম্পদ এর (ক) নগদ স্বর্ণ বিক্রি টাকা ৩,২৪,১১০/- দাবী গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ১০,২৫,৮৯০/- টাকা স্বর্ণ বিক্রি হতে আপিল্যান্টের আয় কর কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই অগ্রাহ্য করেছেন।

(৭) রাজউক সমিতির দায় ৩,০০,০০০/- যাহা ২০১০-২০১১ কর বর্ষের রিটার্নে দেখানো হয়েছে, যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় আয়কর বিভাগ কর্তৃক ২০১২-২০১৩ কর বর্ষে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮4 এর ধারা ৮২ বিধি (২) তে পুনঃউন্মোচন করা হয় এবং ২৫/৬/২০১৫ ইং তারিখে ধারা ৮৩(২) কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করা হয় যাহার ৪নং দফার (খ) দফায় উক্তদাবী গ্রহণ করা হয়েছে। (প্রদর্শনী-১১ সিরিজ এর আওতাধীন)

শেষভাবে উল্লেখ্য যে, আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে আয়কর বিভাগ কর্তৃক কোন করদাতার প্রদত্ত আয়কর হিসেবে মূল্যায়নের আইনগত বৈধতা রয়েছে, যা সরকারের অন্য কোন স্বাধীন বিভাগ কর্তৃক প্রশ্নবিদ্ধ করার

এখতিয়ার রাখে না, কারণ যতক্ষণ না আয়কর বিভাগ তার নিজস্ব মূল্যায়ন করে। কেননা সরকারের দুটি স্বাধীন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে না। যদি আয়কর বিভাগ কর্তৃক করা মূল্যায়নের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় তবে সেই মূল্যায়নের পবিত্রতা বিপন্ন হবে এবং এর ফলে সরকারের দুটি স্বাধীন বিভাগের মধ্যে এখতিয়ারের পূণরাবৃত্তি হতে পারে। কেননা কর বিভাগ রাষ্ট্রীয় Statute বা আইনের অধীনে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। এর সমর্থনে মিজ্ রেজিনা মাহমুদ কর্তৃক উপস্থাপিত কেইস State Vs Faisal Morshed Khan reported in 66 DLR (AD) 236 laid:-

> "Having considered the impugned judgment and also para-7 of Dr. Mohiuddin Khan Alamgir (ibid), we are of the opinion that the assessment made by the PWD officials would be of no avail when the assessment of valuation came up for consideration before the Income Tax Department which indisputably passed an order on the assessment of valuation. The assessment of valuation made by the Income Tax Department has legal validity which should not be quostioned by another independent government department under the Income Tax Department reviews its own assessment. There can-not be a conflicting exercise of power between the two independent departments of the

> Government, if the assessment of valuation made by the Income Tax Department is allowed to be questioned then the very sanctity of such assessment will be at stake and this may cause overlapping exercise of jurisdiction between the two independent departments of the Government. The officials of the Income Tax Department exercise their power under a statute"

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আপীল্যান্ট (১) তার ছোট ভাই মোঃ ফারুক আহমদ এর নিকট থেকে গৃহীত ৮,০০,০০০/- টাকা কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপিল্যান্ট তার দাবী যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত হল।

(২) বন্ধু মিজানুর রহমান হতে গৃহীত ঋণ ২০,০০,০০০/- টাকা কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপীল্যান্ট তার দাবী যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত হল।

(৩) বন্ধু মোগল ভূইয়া হতে গৃহীত ঋণ ১০,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৪,৯০,০০০/- টাকা কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণের দাবীর পরিবর্তে ৪,৯০,০০০/- টাকার দাবী প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত হল এবং বাকি ৫,১০,০০০/- টাকার উৎস প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(৪) মালামাল ক্রয় ও মঞ্জুরী বকেয়া বাবদ আপিল্যান্টের প্রদর্শিত ১২,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত

হওয়ায় আপিল্যান্ট তার দাবীকৃত ১২,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৯,৯৪,৫১৩/- টাকা প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত হল এবং বাকি ২০৫৪৮৭/- টাকা তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(৫) কর বছর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১১-২০১৩ পর্যন্ত আপিল্যান্টের মোট সঞ্চয় ৯,৯৫,৭৬০/- টাকা কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপিল্যান্ট তা প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

(৬) স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ ১৩,৫০,০০০/- টাকা প্রদর্শন করা হলেও আয়কর কর্তৃপক্ষ ৩,২৪,১১০/- টাকা গ্রহণ করেছেন বিধায় আপিল্যান্ট কর্তৃক দাবীকৃত স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ ৩,২৪,১১০/- টাকা প্রমাণ করতে পেরেছেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তবে অবশিষ্ট ১০,২৫,৮৯০/- টাকার উৎস প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(৬) এছাড়া রাজউক সমিতি হতে গৃহীত ঋণ ৩,০০,০০০/- টাকা আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপিল্যান্ট তার দাবী প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলে সিদ্ধন্ত গৃহীত হল।

উপরোক্ত আলোচনা, সাক্ষ্যপ্রমাণ, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জ□ান□ন্দি ও দণ্ডপ্রাপ্ত আপিল্যান্ট পক্ষের জেরা ও দালিলিক তথ্য পর্□ালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে□, নিম্ন আদালত আপিল্যান্টকে ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা অসৎ উপায়ে অর্জিত বলে দোষী সাব্যস্ত করে যে রায় দিয়েছেন সেটা সংশোধনপূর্বক তদস্থলে আপিল্যান্ট ১৭,৪১,৩৭৭/- টাকা অসৎ উপায়ে অর্জন

করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারামতে অপরাধ করেছেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

নথি থেকে প্রতীয়মান হয় □, আপিল্যান্ট ২০১৬ সন থেকে □চারিক আদালত এ□ং তারপর আপিল আদালতে একটি দীর্ঘ □চার প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন এ□ং তিনি ইতোমধ্যে তার সাজার একটি উল্লেখ□োগ্য অংশ ভোগ করেছেন। অতএ□, আমরা এ অভিমত পোষণ করি □, আসামী-আপিল্যান্ট মোঃ মাছুম বিল্লাল এর বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা কমিয়ে ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে ৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হল যা আপিল্যান্ট কর্তৃক ইতোমধ্যে সে সাজা ভোগ করেছেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং ১৭,৪১,৩৭৭/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হল যা আপিল্যান্টকে পরিশোধ করতে হবে।

অতএব, আপীল্যান্টের কারাদন্ডের মেয়াদ ও অর্থদন্ড সংশোধন পূর্বক আপীলটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ বিচারক, বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৭/২০১৮ (যা দুদক জি,আর, নং-২০৫/২০১৬ এবং রমনা মডেল থানা মামলা নং-১৫(১২)২০১৬, তারিখ-০৭/১২/২০১৬ হতে উদ্ভূত) এ বিগত ৩১/০৩/২০২২ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা আপিল্যান্টকে প্রদত্ত ৫(পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৭১,৯২,৫২৭/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড সংশোধনক্রমে আপিল্যান্ট মোঃ মাছুম বিল্লালকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে ৩(তিন)

বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হল যা আপিল্যান্ট কর্তৃক ইতোমধ্যে সাজা ভোগ করেছেন বলে গণ্য করা হল এবং ১৭,৪১,৩৭৭/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হল যা আপিল্যান্টকে অত্র রায়ের কপি নিম্ন আদাত কর্তৃক গ্রহণের তারিখ হতে ২(দুই) মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ করা হল ব্যর্থতায় রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত অর্থদন্ডের টাকা আদায়ের নিমিত্তে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারার বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

আপীল্যান্ট মোঃ মাছুম বিল্লালকে জামিননামার দায় থেকে অ□্যাহতি দেওয়া হোক। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথিপত্র এ□ং রায়ের একটি অনুলিপি অ□িলম্বে সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠিয়ে দিন।

বিচারপতি মোঃ সেলিম

কবির/বিও